দৈনিক ইনকিলাব
তাং ১৪ NOV 1990
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

33

নোট বই উদ্ধার

চট্টগ্রাম থেকে পুলিশ নিষিদ্ধ ঘোষিত বিপুল পরিমাণ নোট বইসহ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য স্কুল টেক্সট-বুক বোর্ডের বই উদ্ধার করেছে বলে জানা গেছে। এ সম্পর্কে পত্রিকান্তরে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয় যে, চট্টগ্রাম মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গত রোববার রাতে কোতোয়ালী থানার চন্দনপুরস্থ একটি ছাপাখানা ও গুদাম থেকে ৩য় শ্রেণী হতে ৮ম শ্রেণীর নিষিদ্ধ ঘোষিত বিপুল পরিমাণ নোট বই উদ্ধার করেছে। এর আনুমানিক মূল্য প্রায় ১০ লাখ টাকা। এছাড়াও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য স্কুল টেক্সট-বুক বোর্ডের বইও আটক করেছে। এই অবৈধ পুস্তক ব্যবসায়ের সাথে জড়িত থাকার দায়ে পুলিশ পাঁচ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে বলে জানা গেছে। প্রকাশিত বিবরণ থেকে আরো জানা যায় যে, আজকাল চট্টগ্রামে নিষিদ্ধ ঘোষিত নোট বইয়ের ব্যবসা রীতিমতো জমজমাট হয়ে উঠেছে। তাছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য স্কুল টেক্সট-বুক বোর্ডের বইও বিভিন্ন লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

উল্লেখ্য, ৩য় শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণীর পাঠ্য বইয়ের যাবতীয় নোট বই প্রকাশ সরকার নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। এটা কোন নতুন ঘটনা নয়, বরং কয়েক বছর আগেই সরকারী সিদ্ধান্তে উক্ত শ্রেণীসমূহের পাঠ্য বইয়ের নোট বই প্রকাশ নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। এই নিষেধাজ্ঞা এখনো বলবৎ রয়েছে। তা সত্ত্বেও দেশের বিভিন্ন এলাকার পুস্তক ব্যবসায়ীগণ গোপনে নিষিদ্ধ ঘোষিত নোট বই প্রকাশ করে চলেছে। এমনকি প্রতি বছর নতুন পাঠ্য বই ক্রয়-বিক্রয়কালে নোট বই ছাড়া পাঠ্য বই বিক্রি হয় না বলে বিভিন্ন স্থান থেকে অভিযোগ পাওয়া যায়। এ থেকেও প্রমাণিত হয় যে, ৩য় শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত নোট বই নিষিদ্ধ ঘোষিত হলেও এর প্রকাশনা অব্যাহত রয়েছে। সুতরাং, নোট বই প্রকাশ 'ওপেন সিক্রেট' বললেও হয়তো অত্যুক্তি হবে না। নোট বইয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলেই যে তা বন্ধ হয়ে যাবে অন্ততঃ এরূপ আশা করা যায় না। কেননা, দেশের একশ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী গোপনে নোট বই প্রকাশ করে টুপাইস কামিয়ে নেবার জন্য ওঁৎ পেতে থাকে। এ কারণে এ সম্পর্কে মাঝে মাঝে প্রকাশনালয় ও ছাপাখানায় তল্লাশি চালালে দেশে নিষিদ্ধ ঘোষিত নোট বইয়ের এভাবে জমজমাট ব্যবসা চলতে পারতো না।

এছাড়াও উক্ত সংবাদে বলা হয়েছে যে, চট্টগ্রাম মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ একটি ছাপাখানায় তল্লাশি চালিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিনামূল্যে বিতরণের জন্য স্কুল টেক্সট-বুক বোর্ডের বইও আটক করেছে। এ খবর পাঠে আমরা রীতিমত বিস্মিত হয়েছি। কেননা, আমরা যতদূর জানি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য পুস্তকাদি স্কুল টেক্সট-বুক বোর্ড থেকে সরাসরি সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়সমূহে পাঠানো হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বই কোন লাইব্রেরীতে বিক্রির জন্য দেয়া হয় না। এমতাবস্থায় উক্ত ছাপাখানা থেকে স্কুল টেক্সট-বুক বোর্ডের বই আটক করার ঘটনায় অবশ্যই বিস্মিত হতে হয়। কেননা, ছাপাখানায় বোর্ডের বই যাওয়ার কোন কথা নয়। তাহলে ধরে নেয়া যায় যে, স্কুল টেক্সট-বুক বোর্ডের পাঠ্য বইও ছাপাখানায় ছাপা হচ্ছে। এ ঘটনা যদি সত্যি হয়, তাহলে এটা নিঃসন্দেহে অপরাধ। এ ধরনের অপরাধ দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত হচ্ছে কি-না তা জরুরী ভিত্তিতে তদন্ত হওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি। বিষয়টির প্রতি আমরা দায়িত্বশীল মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।